প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের সফর

03-Apirl-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِينَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِينَ يُمْسِي عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে আমার প্রতি সকাল ও সন্ধ্যা দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত নসীব হবে। (মাজমাউয যাওয়াইদ, কিতাবুল আযকার, ১০/১৬৩, হাদীস নং- ১৭০২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহত্বপূর্ণ ও বরকতময় রাত

হে আশিকানে রাসূল! আজ ১৪৪০ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জবের ২৭তম রাত অর্থাৎ শবে মেরাজ, **আল্লাহ তায়ালার** লাখো লাখো কৃতজ্ঞতা যে, **তিনি** আরো একবার আমাদেরকে এই ফযীলত ও বরকতময় মহান এবং পবিত্র রাত দান করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের রাত হলো সেই মহান ও ঝলমলে উজ্জ্বল রাত, যাতে মেরাজের রাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এক মহান মুজিযা দান করা হয়েছে। আজকের রাতেই সকল ফিরিশতার সর্দার সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে খুবই দ্রুতগামী বাহন **"বুরাক"** নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নওশা (দুলহা) সাজিয়েছেন, বিনম্র আদব সহকারে বুরাকের উপর আরোহন করানো হলো, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতারাতি মক্কা শরীফ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানানো হলো, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের ইমামতি করলেন, আজকের রাতেই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আসমান সমূহে পরিভ্রমন করলেন এবং এর

আশ্চার্য বিষয়াবলী অবলোকন করলেন, আজকের রাতেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিটি আসমানে আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাথে সাক্ষাত করলেন, আজকের রাতেই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহায়ও গেলেন, এই স্থানে পৌঁছেই জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام সামনে অগ্রসর হতে অপারগতা প্রকাশ করে নিলেন, আজকের রাতেই **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই স্থানে পৌঁছলেন, যেখানে জ্ঞানও কাজ করে না, আজকের রাতেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিশেষ নেয়ামত সমূহ দান করা হয়েছে, আজকের রাতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত নামায উপহার স্বরূপ **আল্লাহ তায়ালার** দরবার থেকে দান করা হয়েছে, যা কমানোর পর পাঁচ ওয়াক্ত নামায হিসেবে আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, আজকের রাতেই **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাত ও দোযখ পর্যবেক্ষন করেছেন, আজকের রাতেই **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **আল্লাহ তায়ালার** বিশেষ নৈকট্য অর্জিত হয়, আজকের রাতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কপালের চোখেই সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় **আল্লাহ তায়ালার** দীদার করেন। আসুন! মেরাজের সফরের ঈমানোদ্দীপক এবং চিত্তাকর্ষক দিক গুলো সম্পর্কে শ্রবণ করি।

মেরাজের সফরের সারমর্ম

"তাফসীরে সিরাতুল জিনান" ৫ম খন্ডের ৪১৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মেরাজের রাতে হযরত (সায়্যিদুনা) জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজের সুসংবাদ শুনালেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বক্ষ খুলে তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন, অতঃপর তাতে প্রজ্ঞা ও ঈমান পূর্ণ করে দিলেন। এরপর **তাজেদারে রিসালত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে **বুরাক** (নামক বাহন) উপস্থাপন করা হলো এবং খুবই আদব ও সম্মান পূর্বক তাতে আরোহন করিয়ে মসজিদে আকসার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। বায়তুল মুকাদ্দাসে **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল নবী ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমামতি করলেন। অতঃপর সেখান থেকে আসমানের দিকে সফরের প্রতি মনোনিবেশ করলেন, হযরত (সায়্যিদুনা) জিব্রাঈল আমীন

عَلَيْهِ السَّلَام একে একে সকল আসমানের দরজা খুলালেন, প্রথম আসমানে হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা عَلَيْهِمَا السَّلَام, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত ও সাক্ষাৎ দ্বারা ধন্য হলেন, তাঁরা **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং সুভাগমনের মুবারকবাদ জ্ঞাপন করলেন, এমনকি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক আসমান থেকে আরেক আসমানের দিকে সফর করতেন এবং সেখানকার বিস্ময়গুলো অবলোকন করতে করতে সকল নৈকট্যশীল ফিরিশতাদের শেষ গন্তব্য সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এই স্থান অতিক্রম করার যেহেতু কোন নৈকট্যশীল ফিরিশতাদেরও সুযোগ নেই, তাই হযরত (সায়্যিদুনা) জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام একত্রে সামনে অগ্রসর হতে অপারগতা জানিয়ে সেখানেই রয়ে গেলেন, অতঃপর বিশেষ নৈকট্যময় স্থানে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপনিত হলেন এবং সেই মহান নৈকট্যে পৌঁছলেন যে, যার কল্পনাও সৃষ্টির (মানুষের) চিন্তা ভাবনাও পৌঁছতে অক্ষম। সেখানে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ এবং আসমানের রাজত্ব আর **তাঁর** থেকে উত্তম ও মহান জ্ঞান অর্জন করেন। উম্মতের জন্য নামায ফরয হলো, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছু গুনাহগারের জন্য শাফায়াত করলেন, জান্নাত ও দোযখ ভ্রমন করলেন এবং অতঃপর দুনিয়ায় নিজের স্থানে তাশরীফ নিয়ে এলেন। (সীরাতুল জিনান, ৫/৪১৪-৪১৫)

আল্লাহর দয়া	মারহাবা	মেরাজের মহত্ব	মারহাবা
আকসার শওকত	মারহাবা	বুরাকের কিসমত	মারহাবা
বুরাকের গতি	মারহাবা	নবীদের ইমামত	মারহাবা
প্রিয় নবীর মর্যাদা	মারহাবা	আসমানের পরিভ্রমন	মারহাবা

মকীনে লা-মকানের মহত্ব মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! শুনলেন তো আপনারা যে, **নবীয়ে করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের সফর কিরূপ মহত্বপূর্ণ এবং দানে ভরপুর ছিলো, যাতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **রব তায়ালার** অনেক মহান নিদর্শণ সমূহ পর্যবেক্ষন করেছেন। এটাও জানা গেলো যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ মুবারককে আজিমুশ্মান পানি অর্থাৎ যমযম শরীফ দ্বারা গোসল দিয়ে তাতে প্রজ্ঞায় পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। হতে পারে যে, কারো মনে এই মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরকে গোসল দেয়া জন্য অন্যান্য পানির পরিবর্তে যমযম শরীফকে কেন নির্বাচন করা হয়েছে?

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন, ফিরিশতারা এখান থেকে জাগিয়ে **তাঁকে** কাবার হাতিমে নিয়ে আসলেন, তখনও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাঝে তন্দ্রা ভাব ছিলো, অতঃপর সেখানে গোসল করালেন, দুনিয়াবী দুলহাকে গোসল করানো হয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো এমন অনন্য দুলহা যে, **তাঁর** অন্তরকেও গোসল দেয়া হলো। যমযমের পানি অন্যান্য পানি থেকে উত্তম, কেননা তা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কদম থেকেই প্রবাহিত হয়েছে, তাই এই পানি সেই গোসলের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ঈমান ও প্রজ্ঞা ঢেলে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষকে পূর্ণ করে তা সেলাই করে দেয়া হয়েছে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর শরীফে পূর্ব থেকেই ঈমান ও প্রজ্ঞা বিদ্যমান ছিলো, এটাও (ঈমান ও প্রজ্ঞা) আধিক্যের জন্যই করা হয়েছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৫২) (সকল পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বক্ষ মুবারক পূর্ব থেকেই নূরানী ছিলো, এখন নূরুন আলা নূর হয়ে গেলো, সোনা ছিলো জান্নাতি, পানি যমযমের, জান্নতি সোনার পাত্রে হেরেমের পানি শরীফ, سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! সোনায় সোহাগা।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৩৬)

বক্ষ বিদীর্ণ করার হিকমত

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্ষ মুবারক বিদীর্ন করার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বক্ষ চারবার

বিদীর্ণ করা হয়েছিলো। ✫ প্রথমবার যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদাতুনা হালিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর ঘরে ছিলো। এর হিকমত হলো যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেন সেই সকল কুমন্ত্রণা ও মনোভাব থেকে নিরাপদ থাকে, যাতে বাচ্চারা লিপ্ত হয়ে খেলাধুলা ও দুষ্টামির দিকে ধাবিত হয়। ✫ দ্বিতীয়বার ১০ বছর বয়সে হয়েছিলো, যেন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যৌবনের চাহিদার বিপদ থেকে নির্ভয় হয়ে যায়। ✫ তৃতীয়বার হেরা গুহায় বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছিলো এবং **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তরে নূর এবং প্রশান্তি পূর্ণ করে দেয়া হয়েছিলো, যেন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালা** ওহীর মহান বোঝা সহ্য করতে পারে। ✫ চতুর্থবার মে'রাজের রাতে, যেন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর মুবারক এতটুকু বর্ধন এবং ধারণক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** দীদারের প্রতাপ এবং **আল্লাহ তায়ালার** বাণীর মহত্ব সহ্য করতে পারে। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বুরাকের শান ও শওকত

হে আশিকানে রাসূল! মে'রাজের রাতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন বাহনে সফর করেছেন এবং লা-মকান পর্যন্ত পৌঁছেন, যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (মেরাজের রাতে) আমার নিকট সাদা রঙের প্রাণী আনা হলো, যা খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় ছিলো, যাকে **বুরাক** বলা হয়, তা তার দৃষ্টি সীমায় নিজের একদম ফেলতো, আমি তার উপর আরোহন করলাম। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪১১)

হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উল্লেখিত হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: যেহেতু এর গতি বিদ্যুতের মতো দ্রুত ছিলো এবং তা ধবধবে সাদা রঙের ছিলো, তাই **বুরাক** বলা হয়, তাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজেও আরোহন করেছেন এবং কিয়ামতেও আরোহন করবেন। মনে রাখবেন! প্রত্যেক নবীরই জান্নাতে একটি করে **বুরাক** থাকবে আরোহন করার জন্য, কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **বুরাক** সবচেয়ে উন্নত হবে, তা এই **বুরাকই**।

হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরো বলেন: (হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:) আমি নিজে থেকেই আরোহন করিনি বরং আমাকে আরোহন করানো হয়েছে, জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام ই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরোহন করিয়েছেন, রেকাব জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام ধরেছিলেন এবং লাগাম মিকাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ধরেছিলেন, এইভাবেই দুলহার বাহন চললো। মনে রাখবেন যে, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বুরাকের আরোহন করা, শান প্রকাশের জন্যই ছিলো, যেমনটি দুলহা ঘোড়ায় আরোহন করে, বরযাত্রী পায়ে হেঁটে আর ঘোড়া ধীরে ধীরে চলে থাকে, বুরাকে এই গতিও ধীরেই ছিলো। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৩৭ পৃষ্ঠা)

মেরাজের সফরের মুবারক বাহন সমূহ

ইমাম আলায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মেরাজের রাতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহন ছিলো পাঁচটি: (১) (মক্কা থেকে) বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বুরাকে, (২) বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত নূরের সিড়ি দিয়ে, (৩) প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত ফিরিশতাদের বাহুতে করে, (৪) সপ্তম আসমান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত হযরত জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام এর বাহুতে করে এবং (৫) সিদরাতুল মুনতাহা থেকে মকামে কাবা কাওসাঈন পর্যন্ত রফরফে করে। (রুহুল মাআনী, ১৫তম পারা, আল আসরা, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ১৫/১৪)

মেরাজের সফরের ধাপ সমূহ

আল্লামা শেহাবুদ্দিন মাহমুদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মকামে কাবা কাওসাঈন পর্যন্ত পৌঁছাতে নবীয়ে করীম ﷺ ১০টি ধাপ অতিক্রম করেছেন: (১) প্রথম আসমান (২) দ্বিতীয় আসমান (৩) তৃতীয় আসমান (৪) চতুর্থ আসমান (৫) পঞ্চম আসমান (৬) ষষ্ঠ আসমান (৭) সপ্তম আসমান (৮) সিদরাতুল মুনতাহা (৯) মকামে মুসতাওয়া যেখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুদরতের কলম চলার আওয়াজ শুনেছেন এবং (১০) আরশে আযম।

(রুহুল মাআনী, ১৫ পারা, আল আসরা, ১ম আয়াতের পাদটিকা, ১৫/১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাত পর্যবেক্ষণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেমনটি **আল্লাহ তায়ালার** অন্যান্য অনেক বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন, তেমনি এই মুবারক সফরের (Journey) একটি বিশেষ বিষয় হলো যে, **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **রব তায়ালার** এক আজিমুশ্শান নিদর্শন অর্থাৎ জান্নাত এবং সেখানে বিদ্যমান নেয়ামত সমূহও নিজের মুবারক চোখ দ্বারা পরিদর্শন করেন। আসুন! শ্রবন করি যে, **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে কি কি পরিদর্শন করেছেন।

আলিশান জান্নাতী মহল

হযরত সায়্যিদুনা আলি رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, একবার আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকেও বলুন যে, মেরাজের রাতে আপনি জান্নাতে কি দেখেছেন? **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে ইবনে খাত্তাব! যদি আমি তোমাদের মাঝে ততদিন থাকি যতদিন হযরত নূহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর সম্প্রদায়ের মাঝে ছিলেন অতঃপর সেই জান্নাতী ঘটনাবলী এবং সেখানে দেখা জিনিষ সম্পর্কে বলা হলেও তা শেষ হবে না। কিন্তু হে ওমর! যখন তুমি আমার নিকট এটা জিজ্ঞাসাই করে নিয়েছো যে, আমাকেও জান্নাত সম্পর্কে বলুন অতঃপর তবে আমি তোমাকে ঐ বিষয়টি বলবো, যা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বলিনি। (শুনো) আমি জান্নাতে একটি আলিশান মহল (Palace) দেখেছি, যার চৌকাট জান্নাতী মাটির নিচে ছিলো এবং তার উপরের অংশ আরশে মাঝামাঝি ছিলো। আমি জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! তুমি কি এই আলিশান মহল সম্পর্কে জানো, যার চৌকাট জান্নাতী মাটির নিচে আর উপরের অংশ আরশের মাঝামাঝি? জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি জানি না। আমি আবারো জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এই মহলের উজ্জ্বলতা এমন, যেমন দুনিয়ায় সূর্যের উজ্জ্বলতা, চলো শুধু এটাই বলো যে, এখান পযর্ন্ত কে পৌঁছাবে এবং এখানে কে বসবাস করবে? তখন জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন:

ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই মহলে সেই থাকবে, যে শুধুমাত্র সত্যকথা বলবে, সত্যের উপদেশ দিবে, যখন তাকে কেউ সত্য কথা বলে, তখন সে রাগ করবে না এবং তার সত্যের উপরই ইন্তিকাল হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! তুমি কি তার নাম জানো? আরয করলেন: জি হ্যাঁ! **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে তো একজনই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! সেই একজন কে? আরয করলেন: হযরত ওমর বিন খাত্তাব (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ)। একথা শুনে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝে ভাবাবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন: এই ঘটনার পর আমরা কখনো আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর চেহারায় হাসি দেখিনি, এমনকি এই অবস্থায় তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ১২তম অংশ, ৬/২৬৪, হাদীস নং-৩৫৮৩৩)

স্বর্ণের অট্টালিকা

হযরত সায়্যিদুনা আবু বুরাইদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (মেরাজের রাতে) যখন আমি জান্নাতে প্রবেশ করি তখন স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি অট্টালিকার পাশ দিয়ে অতিক্রম করি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ এই অট্টালিকাটি কার?" ফিরিশতারা আরয করলো: "لِرَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ এটি একজন আরবী যুবকের।" আমি বললাম: "اَنَا عَرَبِيٌّ আমি আরবী।" ফিরিশতারা আরয করলেন: "لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ এটি একজন কুরাইশি যুবকের।" আমি বললাম: "اَنَا قُرَشِيٌّ আমি কুরাইশি।" ফিরিশতারা আরয করলেন: "لِرَجُلٍ مِّنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ এটি উম্মতে মুহাম্মদীর একজন ব্যক্তির।" আমি বললাম: "اَنَا مُحَمَّدٌ মুহাম্মদ তো আমি।" ফিরিশতারা আরয করলেন: "لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ এই অট্টালিকা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর।" **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "فَاَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَهٗ فَاَنْظُرَ اِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ তো আমি চাইলাম যে, আমি সেই মহলে প্রবেশ করি, যেনো তা দেখতে পারি, কিন্তু আমার তোমার মর্যাদার বিষয়টি মনে পরে গেলো।" একথা শুনে আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম

رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আরয করতে লাগলেন: "بِاَبِیْ وَاُمِّیْ یَا رَسُوْلَ اللہ.اَعَلَیْکَ اَغَارُ؟" ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত! আমি কি আপনার সাথেও মর্যাদা দেখাবো।" (বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবুন নবী, ২/৫২৫, হাদীস নং-৩৬৭৯) (তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৩৮৫, হাদীস নং-৩৭০৯)

হুরদের সালাম

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মেরাজের সফরের সময় আমি জান্নাতের "বায়দাখ" নামক স্থানে প্রবেশ করলাম, যেখানে মুক্তা, হীরা জহরত এবং লাল ইয়াকুতের (পদ্মরাগ মণি) তাবু রয়েছে। হুরেরা বললো: "اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَارَسُوْلَ اللہ" অর্থাৎ হে **আল্লাহ তায়ালার রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এটা কিসের আওয়াজ? তিনি আরয করলেন: এরা তাবুতে পর্দাশীলা (হুর)। তারা আপনাকে সালাম পেশ করার জন্য রব তায়ালার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাদের অনুমতি প্রদান করেন, তখন তারা বলতে লাগলো: আমরা সন্তুষ্টই থাকি, আমরা কখনোই অসন্তুষ্ট হবো না, আমরা সর্বদা বিরাজমান, কখনো বিলীন হবো না। এতে **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ২৭তম পারার সূরা আর রহমানের ৭২ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

حُوۡرٌ مَّقۡصُوۡرٰتٌ فِی الۡخِیَامِ ﴿۷۲﴾

(পারা ২৭, সূরা আর রহমান, আয়াত ৭২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হুর সমূহ রয়েছে তাবু সমূহের মধ্যে, পর্দানশীন।

(আল বা'আস ওয়ান নুশুর লিল বায়হাকী, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪০)

জান্নাতী নদী এবং পাখি

নবীয়ে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (মিরাজের রাতে) আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, আমি দেখলাম যে, এর কাঁকরগুলো (ছোট ছোট পাথর) মুক্তোর এবং এর মাটি মুশকের (এক প্রকার সুগন্ধি) ছিলো, (বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, ৮৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৩৪২) অতঃপর চারটি নদী দেখলাম, একটি পানির, যা পরিবর্তন হয়না, অপরটি দুধের, যার স্বাদ পরিবর্তন হয়না, তৃতীয়টি অমিয় সূধার, যা

পানকারীর জন্য শুধুই স্বাদের (এতে নেশা একেবারেই আসে না) এবং চতুর্থটি পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মধুর। জান্নাতের আনার আকারে বালতির ন্যায় এবং পাখিরা উটের ন্যায় ছিলো, এতে **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর নেককার বান্দাদের জন্য এমন এমন নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা কোন চোখেই দেখেনি, কোন কানেই শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে এর ভাবনাও আসেনি। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আপনিই ইমামুল আম্বিয়া!

হে আশিকানে রাসূল! মে'রাজের সফরের একটি দিক (Aspect) এটাও যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই রাতে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমামত করেন এবং তাঁদেরকে নিজের মুক্তাদি হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: তাতে (বুরাকে) আরোহন করে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছলাম এবং যে স্থানে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজ বাহন বাঁধতেন সেখানে আমি তা বাঁধলাম, অতঃপর মসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করলাম আর সেখানে দু'রাকাআত নামায আদায় করলাম। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৯)

প্রসিদ্ধ অলীয়ে কামিল হযরত আল্লামা মাওলানা মাখদুম মুহাম্মদ হাশিম ঠাঠাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই নামাযে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমাম ছিলেন। (সীয়রে সৈয়্যদুল আম্বিয়া, ১২৮ পৃষ্ঠা) (কেননা) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শান প্রকাশ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام একত্রিত করা হয়েছে। (নাসায়ী, কিতাবুস সালাত, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৪৮) যখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন তখন তাঁরা সবাই **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে স্বাগতম জানালেন এবং নামাযের সময় সবাই **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইমামত করার জন্য অগ্রগামী করলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইমামত করলেন। (মু'জামুল আওসাত, মান আসমাউ আলী, ৩/৬৫, হাদীস নং-৩৮৭৯)

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! কিরূপ সুন্দর সেই নামায ছিলো যে, সকল আম্বিয়া ও রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام মুক্তাদি আর আমাদের **প্রিয় আক্বা, ইমামুল আম্বিয়া** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম এবং প্রথম কিবলা নামাযের স্থান, নিঃসন্দেহে কায়েনাতে (পুরো জগতে) এমন নামায এর পূর্বে কখনো হয়নি, আকাশ এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি। যাই হোক আজ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রথম ও শেষ হওয়ার রহস্যও (Secret) ফাঁস হয়ে গেলো, এই রহস্য থেকেও পর্দা উঠে গেলো এবং এর অর্থ আলোকিত দিনের ন্যায় প্রকাশ হয়ে গেলো, কেননা আজই **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যেহেতু সর্বশেষ **রাসূল,** পুর্বের সকল আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ইমামত করছেন।

আল্লাহর দয়া	**মারহাবা**	**মেরাজের মহত্ব**	**মারহাবা**
আকসার শওকত	**মারহাবা**	**বুরাকের কিসমত**	**মারহাবা**
বুরাকের গতি	**মারহাবা**	**নবীদের ইমামত**	**মারহাবা**
প্রিয় নবীর মর্যাদা	**মারহাবা**	**আসমানের পরিভ্রমন**	**মারহাবা**

মকীনে লা-মকানের মহত্ব মারহাবা

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

“ফয়যানে মে’রাজ” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মে’রাজ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত **“ফয়যানে মে’রাজ”** কিতাবটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে ☆ মে’রাজের ধারাবাহিক ধাপগুলোর বিস্তারিত ☆ মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরের পর্যবেক্ষণ সমূহ ☆ আসমানের সফরের মাঝে জান্নাত ও দোযখ পর্যবেক্ষণ ☆ আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ ☆ অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন মাদানী ফুল এবং ☆ মে’রাজ শরীফের সাথে সম্পর্কীত কয়েকটি কালাম ইত্যাদি খুবই উত্তম ও সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করুন, অপর ইসলামী ভাইদেরও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমন সমূহের সফর করে এবং **আল্লাহ তায়ালার** নিদর্শন সমূহ পরিদর্শন করে আসমান থেকে জমিনে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তখন বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন এবং বুরাকে আরোহন করে মক্কায়ে মুকাররমার জন্য যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কা পর্যন্ত সকল বিশ্রামস্থল এবং কুরাইশের কাফেলাদেরও দেখলেন। এই সম্পূর্ন ধাপগুলো অতিক্রম করার পর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে হারামে পৌঁছলেন, যেহেতু রাতের এখনো বড় অংশ অবশিষ্ট ছিলো, তাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুয়ে পড়লেন।

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকালে জাগ্রত হলেন এবং রাতের ঘটনাবলী কুরাইশদের সামনে বর্ণনা করতে লাগলন, তখন কুরাইশের সর্দাররা খুবই আশ্চার্য হলো এমনকি কিছু দূর্ভাগা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ মিথ্যুক বললো এবং অনেকে প্রশ্ন করা শুরু করলো। যেহেতু কুরাইশদের অধিকাংশ সর্দারগণ অনেকবার বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছে, তারা এটাও জানতো যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই বায়তুল মুকাদ্দাস যাননি, তাই পরীক্ষামূলক **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দরজা প্রাচীর ও মেহরাব ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো। তখন **আল্লাহ তায়ালা** সাথেসাথেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের দৃষ্টির সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসের সম্পূর্ণ ভবনের নকশা উপস্থাপন করে দিলেন। সুতরাং সেই অমুসলিমরা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রশ্ন করতো আর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভবনটি দেখে দেখে তাদের প্রশ্নের উত্তার সঠিক ভাবে দিয়ে দিতেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৭৩৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর দয়া	মারহাবা	মেরাজের মহত্ব	মারহাবা
আকসার শওকত	মারহাবা	বুরাকের কিসমত	মারহাবা
বুরাকের গতি	মারহাবা	নবীদের ইমামত	মারহাবা
প্রিয় নবীর মর্যাদা	মারহাবা	আসমানের পরিভ্রমন	মারহাবা

মকীনে লা-মকানের মহত্ব মারহাবা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! মেরাজের ঘটনার সত্যায়নেই ঈমানের পরীক্ষা, কেননা সংক্ষিপ্ত সময়েই জাগ্রত অবস্থায় শরীর মুবারক সহকারে আসমান ও আরশে আযীম পর্যন্ত বরং আরশ থেকেও উপরে লা-মকান পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে যাওয়া, জ্ঞানের বাইরে, এই কারণেই সেই লোকেরা যাদের অন্তর ঈমানের নূর দ্বারা পূর্ণ ছিলো না, তারা এই মহান ঘটনা শুধু প্রত্যাখ্যান করলো না বরং বিভিন্ন ভাবে তা নিয়ে ঠাট্টাও করেছে, কিন্তু যার অন্তরে পরিপূর্ণ ঈমানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত ছিলো, সে কোন প্রকার পেরেশানি এবং সন্দেহের বশবর্তি হয়নি আর কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়াই এই মুজিযাকে স্বীকার করে নেয়, যেমনটি আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,

মেরাজের সত্যতা স্বীকারকারী সাহাবী

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: যখন **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসার সফর করানো হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পরদিন সকালে মানুষের সামনে এর পরিপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন, কিছু মুশরিকরা দৌড়ে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট গেলো এবং বলতে লাগলো: আপনি কি এই সত্যতা স্বীকার করতে পারেন যে, আপনার সাথী বললো, **তিনি** রাতারাতি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা ভ্রমন করেছেন? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি আসলেই এরূপ বর্ণনা করেছেন? তারা বললো: জি হ্যাঁ। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: لَئِنْ كَانَ قَالَ ذٰلِكَ لَقَدْ صَدَقَ অর্থাৎ যদি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ ইরশাদ করেন, তবে নিঃসন্দেহে সত্য বলেছেন এবং আমি তাঁর এই কথা বিনা দ্বিধায় সত্যায়ন করছি। তারা বললো: আপনি কি এই আশ্চার্যজনক কথারও সত্যায়ন করছেন যে, তিনি আজ রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গেছেন এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই ফিরেও এলেন? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: জি হ্যাঁ! আমি তো **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসমানী বার্তা সমূহরও সকাল সন্ধ্যা সত্যায়ন করে থাকি। নিঃসন্দেহে তা তো এর চেয়েও বেশি আশ্চার্যজনক বিষয়। অতএব এই ঘটনার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ **"সিদ্দিক"** হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।

(মুস্তাদরিক , কিতাবু মারিফাতিস সাহাবা, ৪/২৫, হাদীস নং-৪৫১৫)

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, মেরাজের সত্যায়নকারী সর্বপ্রথম সাহাবী আশিকে আকবর আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ ছিলেন। মনে রাখবেন! নবী ও রাসূলদের পর মানুষের মধ্যে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُই সবচেয়ে উত্তম। তাঁর ফযীলত অসংখ্য, **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُই ছিলেন, সফর ও অবস্থানে **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথেই ছিলেন, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথেই হিজরত করার সৌভাগ্য অর্জন করে এবং ঐ মর্যাদায় গিয়ে পৌঁছেন যে, নিজের সম্পদ, প্রাণ, সন্তান, দেশ মোটকথা প্রতিটি জিনিষই **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি উৎসর্গ করে দেন। এই কারণেই **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন এবং **আল্লাহ তায়ালার** অসংখ্য নেয়ামতের অধিকারী সাব্যস্ত হন।

শানে সিদ্দিকে আকবর

মেরাজের মুবারক রাতে যখন **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন রেশমের ডানা সমৃদ্ধ একটি অট্টালিকা পর্যবেক্ষণ করলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَیْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এটা কার জন্য? আরয করা হলো: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ এর জন্য। (আর রিয়াযুন নযারা, ২/১১০)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মকামে মুস্তাওয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহা থেকে সামনে অগ্রসর হন তখন হযরত জিব্রাঈল عَلَیْهِ السَّلَام সেখানেই রয়ে গেলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। (আল মাওয়াহিবু লিদ দুনিয়া, ২/৩৮১) **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি জিব্রাঈল আমিনকে (عَلَیْهِ السَّلَام) জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি আপনার **রব তায়ালাকে** দেখেছেন? তিনি আরয করলেন: আমার এবং আমার **রব তায়ালার** মাঝখানে নূরের সত্তরটি (৭০)

পর্দা রয়েছে, যদি আমি এর কোন একটির নিকটও যাই তবে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবো। (কানযুল উম্মাল, ৭ম অংশ, ১৪/১৯১, হাদীস নং-৩৯২০৪) অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (একা সিদরাতুল মুনতাহা থেকে) সামনে অগ্রসর হলেন এবং উপর দিকে সফর করে একটি স্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাকে মুস্তাওয়া বলা হয়, এখানে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কলম চলার শব্দ শুনতে পান। (বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪৯) এটিই হলো সেই কলম, যা দ্বারা ফিরিশতারা প্রতিদিন **আল্লাহ তায়ালার** বিধানাবলী লিখে থাকে এবং লৌহে মাহফুয থেকে এক বছরের ঘটনাবলী আলাদা আলাদা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেন আর এই পুস্তিকা শাবানের পনেরতম (১৫তম) রাতে সংশ্লিষ্ট আদেশদাতা ফিরিশতাদের নিকট সমর্পন করে দেয়া হয়।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৫৫)

শাবানুল মুয়াজ্জমের প্রতি বিশেষ ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই আমলনামা পরিবর্তন সম্পর্কে শাবানুল মুয়াজ্জম খুবই গুরুত্ব বহন করে এবং আগামী মাদানী মাস অর্থাৎ চন্দ্র মাস হচ্ছে "**শাবানুল মুয়াজ্জম**", আমাদের উচিৎ যে, ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ের পাশাপাশি শাবানুল মুয়াজ্জম মাসে নফল নামায এবং নফল রোযা বেশী বেশী করে রাখা, আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মুবারক মাসকে নিজের দিকে সম্পর্কীত করে ইরশাদ করেন: شَعْبَانُ شَهْرِیْ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللهِ অর্থাৎ শা'বান আমার মাস এবং রমযান **আল্লাহ তায়ালার** মাস।

(জামেয়ে সগীর, হরফুশ শীন, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮৮৯)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মুবারক মাসের রোযারও অনেক বেশি ফযীলত রয়েছে;

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "(রমযানের পর) সবচেয়ে উত্তম হলো রমযানের সম্মানের জন্য শা'বানের রোযা।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৭৭, হাদীস নং-৩৮১৯)

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরো শা'বানের রোযা রাখতেন। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا আরয করেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সকল মাস সমূহের মধ্যে কি আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দ শা'বানের রোযা রাখা? তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ**

তায়ালা এই বছর মৃত্যুবরণকারী সকল প্রাণীকে লিখে দেন আর আমার পছন্দ যে, আমার মৃত্যুর সময় আসবে এবং আমি যেনো রোযা অবস্থায় থাকি।

(মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৪/২৭৭, হাদীস নং-৪৮৯০)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় শা'বান অতঃপর পুরো রমযান মাসের রোযা রাখার তৌফিত দান করুন, আহ! আমরা যদি পুরো মাসের বা শেষ দশদিনের ইতিকাফ করতে সফল হয়ে যাই, আহ! যেনো ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে বেশি বেশি মাদানী ফান্ড জমা করার তৌফিক অর্জিত হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

জান্নাতের দরজায় লিখা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে রাতে আমার মিরাজ হয়েছে, আমি জান্নাতের দরজায় লিখা দেখলাম যে, **সদকার সাওয়াব ১০গুণ এবং ঋণের ১৮ গুণ**। আমি জিব্রাঈল عَلَيۡهِ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলাম: কি এমন কারণ যে, ঋণের মর্যাদা সদকা থেকে বেড়ে গেলো? তিনি বললেন: ভিক্ষুকের নিকট সম্পদ থাকে, তবুও ভিক্ষা করে আর ঋণ গ্রহিতা চাহিদার ভিত্তিতেই ঋণ গ্রহন করে থাকে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সাদাকাত, ৩৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪৩১)

মাদানী ফান্ড সংগ্রহের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা থেকে যেমনিভাবে জানা যায় যে, কোন মুসলমানের ঋণ গ্রহনের প্রয়োজন হয়, তবে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি এবং আরো ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সামর্থ্যানুযায়ী ঋণ দিয়ে অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করা উচিৎ আর তেমনিভাবে জানা গেলো যে, **আল্লাহ তায়ালার** পথে ব্যয়কারীরও দশ (১০) গুণ সাওয়াব অর্জিত হয়।

আসুন! **আল্লাহ তায়ালার** পথে ব্যয় করার প্রেরণা পাওয়ার জন্য **সদকার ফযীলত** সম্পর্কে ৮টি হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: সদকা অকল্যাণের (গুনাহের) সত্তরটি (৭০) দরজা বন্ধ করে দেয়। (মু'জামুল কাবীর, ৪/২৭৪, হাদীস নং-৪৪০২)

২. ইরশাদ হচ্ছে: প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) নিজের সদকার ছায়ায় থাকবে, এমনকি মানুষের মাঝে ফয়সালা করে দেয়া হবে। (মু'জামুল কাবীর, ১৭/২৮০, হাদীস নং-৭৭১)

৩.ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় সদকা প্রদানকারীকে সদকা কবরের গরম থেকে রক্ষা করবে এবং নিঃসন্দেহে মুসলমান কিয়ামতের দিন সদকার ছায়ায় থাকবে। (শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যাকাত, ৩/২১২, হাদীস নং-৩৩৪৭)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় সদকা **রব তায়ালার** গযবকে নির্বাপিত করে এবং মন্দ মৃত্যুকে দূরীভূত করে। (তিরমীযি, কিতাবুয যাকাত, ২/১৪৬, হাদীস নং-৬৬৪)

৫. ইরশাদ হচ্ছে: ভোরে সদকা দাও, কেননা বিপদ সদকার অগ্রে কদম বাড়ায় না। (শুয়াবুল ঈমান, বাবুয যাকাত, ৩/২১৪, হাদীস নং-৩৩৫৩)

৬. ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় মুসলমানের সদকা বয়সকে বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যুকে বাধা প্রদান করে আর **আল্লাহ তায়ালা** এর বরকতে সদকা প্রদানকারী থেকে অহঙ্কার ও বড়ত্ব এবং গর্ববোধ করার মন্দ অভ্যাস দূর করে দেয়। (মু'জামুল কাবীর, ১৭/২২, হাদীস নং-৩১)

৭. ইরশাদ হচ্ছে: যে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সদকা করবে, তবে তা (সদকা) তার এবং আগুনের মাঝখানে আড়াল হয়ে যায়। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, ৩/২৮৬, হাদীস নং-৪৬১৭)

৮. ইরশাদ হচ্ছে: নামায (ঈমানের) দলীল এবং রোযা (গুনাহের) ঢাল আর সদকা গুনাহকে এভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে। (তিরমীযি, আবওয়াবুস সফর, ২/১১৮, হাদীস নং-৬১৪)

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবীয়ার** ২৩তম খন্ডের ১৫২ পৃষ্ঠায় সদকার ফযীলত সম্পর্কীত হাদীস শরীফ উল্লেখ করে এই ফযীলতকে মাদানী ফুল আকারে বর্ণনা করেছেন: এই হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যে মুসলমান এই আমলে নেক নিয়্যত ও পবিত্র সম্পদ দ্বারা অংশগ্রহন করবে, তাদের **আল্লাহ তায়ালার** দয়া ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে **অসংখ্য উপকারীতা** অর্জিত হবে:

(১) সদকা প্রদানকারী **আল্লাহ তায়ালার** দানক্রমে মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচবে, (২) সদকা প্রদানকারীর মন্দ মৃত্যুর সত্তরটি (৭০) দরজা বন্ধ হবে। (৩) সদকা

প্রদানকারীর বয়স বৃদ্ধি পাবে। (৪) সদকা প্রদানকারীর পরিসংখ্যান বৃদ্ধি পাবে। (৫) সদকা প্রদানকারীর রিযিকে প্রশস্তত লাভ হবে (৬) সদকা প্রদানের বরকতে সম্পদের আধিক্য হবে (৭) সদকা প্রদানের অভ্যাসের বরকতে কখনো মুখাপেক্ষী হবে না (৮) সদকা প্রদানকারীর কল্যাণ ও বরকত অর্জিত হবে। (৯) সদকা প্রদানকারীর বিপদাপদ দূর হবে (১০) সদকা প্রদানের বরকতে মন্দ বিপদ দূরিভূত হবে (১১) সদকা প্রদানের বরকতে সত্তরটি (৭০) মন্দের দরজা বন্ধ হবে (১২) সদকা প্রদানের বরকতে সত্তর প্রকারের বিপদ দূর হবে (১৩) সদকা প্রদানকারীর শহর আবাদ হবে। (১৪) সদকা প্রদানের বরকতে সহায়হীনতা দূর হবে। (১৫) সদকা প্রদানের বরকতে ভয়ের আশঙ্কা দূর হবে এবং চিত্তে সন্তোষ নসীব হবে। (১৬) সদকা প্রদানের বরকতে **আল্লাহ তায়ালা**র সাহায্য অর্ন্তভূক্ত হবে। (১৭) সদকা প্রদানকারীর জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত ওয়াজিব হবে। (১৮) সদকা প্রদানকারীর প্রতি ফিরিশতারা দরূদ প্রেরণ করবে। (১৯) সদকা প্রদানকারীর **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টিমুলক কাজ করবে। (২০) সদকা প্রদানকারী থেকে **আল্লাহ তায়ালা**র গযব দূরীভূত হবে। (২১) সদকা প্রদানকারীর গুনাহ ক্ষমা হবে, সদকা প্রদানকারীর জন্য মাগফিরাত ওয়াজিব হবে, সদকা প্রদানকারীর জন্য গুনাহের আগুন নিবে যাবে। (২২) সদকা প্রদানকারী গোলাম আযাদ করার চেয়ে বেশী প্রতিদান পাবে। (২৩) সদকা প্রদানকারীর বিগড়ে যাওয়া কাজ সঠিক হবে। (২৪) সদকা প্রদানের বরকতে পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে (২৫) সদকা প্রদানের বরকতে সামান্য ব্যয়ে অনেকের পেট ভরে যাবে (২৬) **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। (২৭) সদকা প্রদানকারী কিয়ামতের দিন দোযখ থেকে নিরাপদ থাকবে (২৮) সদকা প্রদানকারীর উপর দোযখের আগুন হারাম হবে। (২৯) সদকা প্রদানকারী আখিরাতে **আল্লাহ তায়ালা**র দয়ার উপাকারীতা লাভ করবে। (৩০) **আল্লাহ তায়ালা** চাইলে সদকা প্রদানকারী **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নালাইনের সদকায় সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/১৫২)**

سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আপনারা শুনলেন যে, সদকা দেয়া কত মহান কাজ এবং এর বরকতে সদকা প্রদানকারীকে দুনিয়া ও আখিরাতে কিরূপ বরকত অর্জিত হয়ে থাকে, সুতরাং দ্রুত এই বরকত সমূহ অর্জন করার জন্য আপনারাও সদকা ও খয়রাত

করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করুন। সম্ভবত কারো মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে, যদি আমরা সদকা ও খয়রাত করতে চাই তবে কোথায় দিবো? তাদের পথ নির্দেশনার জন্য আরয করছি যে, এদিক সেদিক যাওয়ার পরিবর্তে আপনার ওয়াজিব সদকা ও নফল সদকা আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে প্রতিষ্ঠিত **মাদরাসাতুল মদীনা** ও **জামেয়াতুল মদীনা** দিন, কেননা আশিকানের রাসূলের মসজিদ ভরো কার্যক্রম **"দা'ওয়াতে ইসলামী"**র অধীনে প্রতিষ্ঠিত **জামেয়াতুল মদীনা** (বালক ও বালিকা), **মাদরাসাতুল মদীনা** (বালক ও বালিকা) এবং **মাদানী চ্যানেলে**র বাৎসরিক ব্যায় কোটি টাকা নয় বিলিয়ন টাকা। **জামেয়াতুল মদীনা**র মাধ্যমে এই পর্যন্ত হাজারো ওলামায়ে কিরাম তৈরী হয়েছে এবং নিজের খেদমত বিভিন্ন বিভাগে পেশ করে দ্বীন ইসলামের উন্নতিতে নিজের অংশ অর্ন্তভূক্ত করে যাচ্ছে।

দা'ওয়াতে ইসলামী অধীনে দেশ বিদেশে ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের ফ্রি তাজবীদ ও মাখারিজ সহকারে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত শিখানোর জন্য **প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** এবং **প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা** আর মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদেরকে হিফয ও নাযারা শিখানোর জন্য **মাদরাসাতুল মদীনা** বালক শাখা এবং **মাদরাসাতুল মদীনা** বালিকা শাখা প্রতিষ্ঠিত, তাছাড়া যেস্থানে কোরআনে করীম পড়ানোর ওস্তাদ সহজে পাওয়া যায়না সেখানে **মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন**ও শুরু করা হয়েছে। অসংখ্য **মাদরাসাতুল মদীনায়** মাদানী মুন্নাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও বিদ্যমান। অনাবাসিক **মাদরাসাতুল মদীনা** গুলোতে ৮ ঘন্টা এবং ১ ও ২ ঘন্টার খন্ডকালিন (Part Time) **মাদরাসাতুল মদীনা**ও তার বাহার লুটিয়ে যাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে দেশ বিদেশে প্রায় ২৭৩৪টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যাতে প্রায় ১২৮৭৩৭জন (এক লক্ষ আটাশ হাজার সাত শত সাইত্রিশ) মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নী শিক্ষা অর্জন করাতে লিপ্ত রয়েছে আর ওস্তাদসহ মোট মাদানী কর্মচারীর (স্টাফ) সংখ্যা প্রায় ৭২৬৮জন (সাত হাজার দুইশত আটষট্টি)। এই পর্যন্ত প্রায় ৭৪৩২৯জন (চুয়াত্তর হাজার তিন শত উনত্রিশ) মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নী কোরআনে করীম হিফয করেছে আর প্রায় ২১৫৮৮২জন (দুই লক্ষ পনের হাজার আট শত বিরাশি) কোরআনে পাকের নাজারা সম্পন্ন করেছে।

মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইনে সারা দুনিয়ার প্রায় ৭ হাজার ছাত্র ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। তাদেরকে শিক্ষা প্রদানকারীর সংখ্যা প্রায় ৬৩৩জন আর মাদানী কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ১৪০জন। দেশ বিদেশে প্রায় ২২৭৬৮টি **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায়** অধ্যয়নরত প্রায় ১৪০০০০জন আর ৩৩০৭টি **প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায়** অধ্যয়নরত ইসলামী বোনেরা সংখ্যা প্রায় ৩৮০০০জনের বেশি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ দেশ বিদেশে (১১টি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, মরিশাস, মুজাম্বিক, সাউথ আফ্রিকা, ইউকে, ইউ এস এ) **জামেয়াতুল মদীনার** ৫২৬টি শাখা রয়েছে, যাতে ৪২৭৭০জনের (বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত সত্তর) অধিক ছাত্র ও ছাত্রী দরসে নেজামীর (আলিম কোর্স) শিক্ষা অর্জন করছে আর ৬৮৭১জন (ছয় হাজার আট শত একাত্তর) ছাত্র ও ছাত্রী দরসে নেজামী সম্পন্ন করে নিয়েছে।

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাজের জন্য **যাকাত, সদকা, মাদানী দান অনুদান** দেয়ার পাশাপাশি নিজের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধবের প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাদেরও **আল্লাহ তাআলার** পথে ব্যয় করার ফযীলত জানিয়ে **মাদানী ফান্ড** জমা করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মেরাজের রাতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেমনিভাবে জান্নাতে অনুগত বান্দাদের উপর প্রদত্ত **আল্লাহ তায়ালার** নেয়ামত সমূহ দেখেছেন, তেমনিভাবে অবাধ্যদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রণাদায়ক আযাবও প্রত্যক্ষ করেছেন।

মানুষের গীবত এবং দোষ ত্রুটি বেরকারীদের যন্ত্রণাদায়ক পরিনাম

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, যাদের প্রতি কিছু লোক নিয়োজিত ছিলো, এরমধ্যে অনেকে সেই লোকদের চোয়াল খুলে রেখেছিলো এবং অনেকে তাদের মাংস কাটতো আর রক্তসহ তাদের মুখে পুরে দিতো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা মানুষের গীবত এবং তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজতো।

(মুসনাদুল হারিস, কিতাবুল ঈমান, ১/১৭২, হাদীস নং-২৭)

রাসূলে আনওয়ার صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোযখে এমন কিছু লোক দেখেছেন, যারা আগুনের ডালে ঝুলে ছিলো। **তিনি** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা হলো সেই লোক, যারা দুনিয়ায় আপন পিতামাতাকে গালি দিতো। (আয যাওয়াজির, ২/১২৫)

সেই রাতে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু মানুষের নিকট দিয়েও অতিক্রম করেছেন যাদের সামনে ও পেছনে ছেঁড়া কাপড় ঝুলছিলো এবং তারা চতুষ্পদ প্রাণীর ন্যায় চড়ে কাঁটাযুক্ত ঘাস, কাঁটাযুক্ত গাছ এবং জাহান্নামের তপ্ত পাথর গিলছিলো। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এরা কারা? আর করলেন: এরা হলো সেই লোক, যারা নিজেদের সম্পদের যাকাত দিতো না, **আল্লাহ তায়ালা** তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি এবং **আল্লাহ তায়ালা** বান্দার প্রতি অত্যাচার করেন না। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুস সাদাকাত, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! গীবত করা, দোষ-ত্রুটি খোঁজা, পিতামাতাকে গালি দেয়া এবং ফরয হওয়া স্বত্বেও যাকাত না দেয়া কিরূপ ধ্বংসময় কাজ। আফসোস! আমাদের সমাজে এই চারটি গুনাহ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে এবং এতই ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে যে, **আল্লাহ তায়ালার** পানাহ, সুতরাং এই মন্দ কাজে লিপ্ত মানুষের উচিৎ যে, দ্রুত এই মন্দ কাজ সমূহ ছেড়ে দিয়ে সত্যিকার তাওবা করে নিন, অন্যথায় যদি সুযোগ চলে যায় এবং তাওবা করার পূর্বেই মৃত্যু এসে যায় তবে তো ধ্বংসই ধ্বংস। মনে রাখবেন! দুনিয়ার জীবন কয়েকদিনের আর আখিরাতের জীবন সর্বদাই বিরাজমান থাকবে। নিশ্চয় সফলকাম সেই, যে নিজের গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে নিজের আখিরাত সজ্জিত করতে লেগে যায়। **আল্লাহ তায়ালা** এবং **রাসূল** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিমূলক কাজ করে জান্নাতে প্রবেশ করুন। **আল্লাহ তায়ালা** ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১৮৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿۱۸۵﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছেছে এবং পার্থিব জীবনতো এ ধোকারই সম্পদ।

তাফসীরে সীরাতুল জিনান ২য় খন্ডের ১১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, কিয়ামতে সত্যিকারের সফলতা হলো যে, বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে আর দুনিয়ায় সফলতা হলো নিজের স্বত্বার সফলতা কিন্তু যদি এই সফলতা আখিরাতে ক্ষতির কারণ হয় তবে সত্যিকারেই এটি ক্ষতির কারণ আর বিশেষকরে সেই লোকেরা, যারা দুনিয়ার সফলতার জন্য সব কিছুই করে এবং আখিরাতের সফলতার জন্য কিছুই করে না তবে নিশ্চয় ক্ষতিতেই রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ যে, তারা যেনো এরূপ আমলের প্রতি বেশি মনযোগি হয় এবং এর জন্য বেশি চেষ্টা করে, যাতে তার সত্যিকার সফলতা অর্জিত হতে পারে এবং ঐসকল আমল থেকে বিরত থাকে, যা তার সত্যিকারের সফলতার প্রতিবন্ধক হতে পারে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد